যুগান্তর

তারিখ ... 19 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

# রাবির অপহৃত ছাত্রী ঢাকা থেকে উদ্ধার

## সাবেক স্বামী গ্রেফতার

**রাজশাহী ব্যুরো**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাস থেকে অপহৃত ছাত্রীকে ঢাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণের ৩০ ঘণ্টা পর শনিবার বেলা ২টার দিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়। এ অপহরণের সঙ্গে জড়িত থাকায় ছাত্রীটির সাবেক স্বামী সোহেল রানাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে তাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। অপহরণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে তারা আন্দোলন-কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। শুক্রবার সকালে রাবির তাপসী রাবেয়া হলের সামনে থেকে ফিল্মি স্টাইলে ওই ছাত্রীকে অপহরণ করা হয়।

রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার ইফতে খায়ের

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

## রাবির অপহৃত ছাত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলম বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ জানতে পারে অপহৃত ছাত্রী ও অপহরণকারীরা ঢাকায় অবস্থান করছেন। রাতে রাজশাহী পুলিশের একটি টিম ঢাকায় পাঠানো হয়। ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) পুলিশের সহযোগিতায় ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় অপহরণকারী সোহেলকে গ্রেফতার করা হয়। এ অপহরণের ঘটনায় সোহেলের বাবা জয়নাল আবেদীনকে শুক্রবার সন্ধ্যায় নওগাঁর পত্নীতলা থেকে গ্রেফতার করে স্থানীয় পুলিশ। তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

শনিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা বলেন, ওই ছাত্রীকে পুলিশ নিরাপদে উদ্ধার করতে পেরেছে। তার সাবেক স্বামীকেও আটক করা হয়েছে। তাদের রাজশাহীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

শুক্রবার সকালে পরীক্ষা দেয়ার জন্য ওই ছাত্রী হল থেকে বের হয়ে ৫০ গজ দূরে যাওয়ামাত্র জোর করে তাকে মাইক্রোবাসে তুলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন তার সাবেক স্বামী সোহেল রানা। এ ঘটনায় ওই রাতেই সোহেলকে আসামি করে নগরীর মতিহার থানায় অপহরণ মামলা দায়ের করেন অপহৃত ছাত্রীর বাবা। এদিকে ছাত্রী অপহরণের ঘটনায় বিক্ষোভ ও আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে রাবি ক্যাম্পাস। সহপাঠীকে ফেরত ও অপহরণকারীদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনার দাবিতে বিকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যায় ১৫ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার সকাল ১০টার দিকে বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রীরা বের হতে চাইলে প্রশাসন বাধা দেয়। তবে তাদের আন্দোলনের মুখে বেলা ১১টার দিকে হল গেট খুলে দেয়া হয়। সাত দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে তারা মানববন্ধনে অংশ নেন। বিকাল ৩টার দিকে ওই ছাত্রীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের খবর এলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা স্বস্তি প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, তার (ওই ছাত্রী) সঙ্গে কথা হয়েছে। সে ভালো আছে। তবে অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তারা। পাশাপাশি ছাত্রীদের সাত দফা দাবি মেনে নেয়া না হলে আবারও আন্দোলনের হুশিয়ারি দেয়া হয়।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ছাত্রীহলের সামনে পুলিশ চেকপোস্ট, প্রতিটি হলের গেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, সান্ধ্য আইন বাতিল, সব হলে অভিভাবক প্রবেশের অনুমতি এবং প্রতিটি বিভাগকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা।